বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

উদ্ভাস

এপ্রিল-জুন ২০১৯ • সংখ্যা-১৭ • বর্ষ-৫

সম্পাদকীয়

এপ্রিল-জুন ২০১৯ ● সংখ্যা-১৭ ● বর্ষ-৫

ঈদ-উত্তর শুভেচ্ছা সকলকে।

'প্রত্যয়'-এর সপ্তদশ সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদক
প্রাণেশ বণিক

সহযোগী সম্পাদক
নজরুল ইসলাম
এসএমএ রকিব
নার্গিস মোর্শেদ
আশরাফুল আলম খোশনবীশ

লেখা পাঠান

- কর্মসূচি সংক্রান্ত
- বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা
- সফলতার গল্প
- সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি
- নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা এবং
- তথ্য বহুল লেখা

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ

khoshnobish@burobd.org
০১৭৩৩ ২২০৯০০
nargis@burobd.org
০১৭৩৩ ২২০৮৫৪

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৫৫০৫৯৮৬০, ৫৫০৫৯৮৬১, ৫৫০৫৯৮৬২ ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org

সাফল্য গাঁথা

টগর বেগমের সাফল্যগাঁথা

"বিয়া হওয়াত থন ম্যালা কষ্টে দিন কাটাইছি, কদ্দিন না খাইয়া থাকছি তা আল্লাই জানে, কিন্তু আইজক্যা আমার পরিবারে যে উন্নতী তার সবই বুরো'র জন্যে; বুরো আমার অনেক উপকার করছে তাই আইজও আমি বুরো ছাইড়্যা অন্য কোন সমিতিত ঢুকি নাই, কত্তো সমিতির সারেরা আমারে ভর্তি নিবার চাইছে কিন্তু আমি যাই নাই।" কথাগুলো বলছিলেন মোছাম্মৎ টগর বেগম। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার ইদিলপুর গ্রামের বাসিন্দা তিনি। স্বামী মো. আব্দুর রহিম যখন টগর বেগমকে বিয়ে করে ঘরে আনেন তখন তিনি অন্যের বাড়িতে, কখনও জমিতে দিনমজুরের কাজ করতেন। সংসারে অভাব লেগেই থাকতো। দিন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা। বিয়ের ৫ বছরের মাথায় তাদের ঘরে আসে ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। দিনাতিপাত করা কষ্টের চেয়েও কষ্টকর হয়ে উঠে। একজনের উপর ৬ জনের ভার। এতগুলো মানুষের সংসারে অভাব যে কী জিনিস টগর বেগম তা মর্মে মর্মে উপলব্দি করতে পেরেছেন।

বুরো বাংলাদেশ ২০০৭ সালে তাদের গ্রামে কেন্দ্র গঠন করে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন এই খবর। স্বামীর সাথে কথা বলে বুরো বাংলাদেশের ৩২ নম্বর কেন্দ্রে ভর্তি হন তিনি। প্রথমে ২০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সে টাকা দিয়ে ৩০০ পোল্ট্রি মুরগী কিনে একটি ছোট খামার গড়ে তোলেন। সে বছর সব খরচ বাদ দিয়ে ৭ হাজার টাকা লাভ হয়। এটি তাকে আশার আলো দেখায়। পরের বছর ৮০০ মুরগী তার খামারে তোলেন। এ-বছর তার লাভ হয় ৪২ হাজার টাকা। এরপর তাকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। নানার চড়াই উৎরাই পেরিয়ে টগর বেগম একজন সফল খামারী। বর্তমানে টগর বেগমের ফার্মে ৪,৫০০ মুরগী রয়েছে। তার বাড়িতে হাঁস মুরগী, গরু-ছাগল, সবই রয়েছে। এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, আরেক মেয়ে পড়াশুনা করছে। দুই ছেলের একজন সেনাবাহিনীতে চাকরি করে, অন্যজন পড়াশুনা করছে।

তিনি ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে মুরগীর একটি শেড তৈরী করেছেন পাশাপাশি ৩০ শতাংশ জমি পত্তন নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ ব্যবহার করছেন। তিনি ভবিষ্যতে একটি গরুর খামার করতে চান।

● **রাহাত ইকবাল**, *প্রশিক্ষক, মধুপুর সিএইচআরডি*

সাখাওয়াতের অসময়ে চলে যাওয়া

জাকির হোসেন

‘বেদনাদায়ক মৃত্যুগুলো’ শিরোনামে প্রত্যয়ের জানুয়ারি সংখ্যাতে লিখেছিলাম। আসলে লিখতে হয়েছিল। কারণ, বিগত কয়েক বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু নিবেদিত কর্মী এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে যাদের মেধা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে বুরো বাংলাদেশ আজকের এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এতগুলো প্রাণ, যারা তাদের জীবনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময় এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য ব্যয় করেছে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করার মধ্যেও এক ধরনের দায়বদ্ধতা আছে। আমি সেই অনুভূতি থেকেই লিখেছিলাম। আমি বরাবরই বিশ্বাস করি, বুরো বাংলাদেশ-এর প্রতিটি কর্মীই আমার কাছে সন্তানতুল্য এবং আমি নিজেকে তাদের একজন একনিষ্ঠ অভিভাবক মনে করি। এ কারণেই হয়তো, আমার কোনো কর্মী প্রয়াত হলে আমার কাছে তা অকালপ্রয়াণ বলেই মনে হয়।

সাখাওয়াতের মৃত্যুর পর উপলব্ধি করছি, বুরো বাংলাদেশ-এর কর্মীদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার উদ্যোগ ও স্বাস্থ্য-জ্ঞান সম্পর্কিত নিয়মিত প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আশা করি, খুব দ্রুতই আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব

বিগত ছয় মাসে এমন অকালপ্রয়াণের সংবাদ আমাকে কয়েকবার শুনতে হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের আশ্রাফাবাদ শাখার হিসাবরক্ষক রফিকুল ইসলাম ও সাভার অঞ্চলের জিনজিরা শাখার হিসাবরক্ষক রেজাউল ইসলাম এই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। সর্বশেষ মৃত্যুসংবাদটি ছিল বগুড়ার এলাকা ব্যবস্থাপক সাখাওয়াত হোসেনের। সাখাওয়াতকে আমি খুব ভালোভাবেই জানি। ২০০৪ সালে সংস্থার দেউলি শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেছিল সে। পরবর্তীতে কাতুলি, এলাশিন, ডুবাইল ও ফরিদগঞ্জ শাখা এবং এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে জয়পুরহাট, মির্জাপুর ও বগুড়া সদরে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। উন্নয়ন সংস্থার একজন আদর্শ কর্মীকে যতটুকু পরিশ্রমী ও মেধাবী হতে হয় সাখাওয়াত ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি। ফলে কর্মজীবনের শুরু থেকেই ও ছিল আমাদের স্নেহধন্য ও আস্থাভাজন। এই তো মাসখানেক আগেই পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশ নেবার পর আমরা ওকে সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছিলাম। পদোন্নতির প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ওকে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে বদলিও করা হয়েছিল। বগুড়ার সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ ও নতুন পোশাক বানিয়ে খুলনা কার্যালয়ে যোগদানের প্রস্তুতি ছিল তার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পদোন্নতির দাপ্তরিক প্রক্রিয়া শেষ হবার আগেই ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

সাখাওয়াতের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারি ওর মেজো ভাই জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে। জাহাঙ্গীরও বুরো বাংলাদেশ-এর একজন এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে সিরাজগঞ্জে কর্মরত। জুনের ৪ তারিখ রাতে জাহাঙ্গীরের কান্নাজড়িত কণ্ঠে ওর ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে আমিও মুষড়ে পড়ি। ১৪ বছর ধরে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত একজন সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর এমন অকালপ্রয়াণ ব্যক্তি ও সংস্থার অভিভাবক হিসেবে মেনে নেয়া আমার জন্য সত্যিই কষ্টকর ছিল। কাল ঈদ, আজ তার চলে যাওয়া! আমার এখনো ভাবতে কষ্ট হয় প্রিয় সাখাওয়াত আমাদের মাঝে আর নেই।

জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে পরে জেনেছি, ৪ তারিখ বিকেল থেকেই সাখাওয়াত বুকে ব্যথা অনুভব করছিল, ব্যথা নিয়েই মসজিদে আসরের নামাজ পড়েছে। সন্ধ্যায় অসুস্থ অবস্থাতেই ৫ বছরের কন্যা নিলিহা ও দেড় বছরের পুত্র জারিফের সঙ্গে সময় কাটিয়েছে, ওদের ঈদের পোশাক দেখেছে। বিশ্রামরত অবস্থায় রাত আটটার দিকে অচেতন হয়ে পড়লে প্রথমে স্থানীয় চিকিৎসক, পরে ধনবাড়ী স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স ও সেখান থেকে টাঙ্গাইলের সোনিয়া ক্লিনিক ও সবশেষে টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর ওখানকার চিকিৎসকরা সাখাওয়াতকে মৃত ঘোষণা করে। দেশের মানুষ যখন ঈদ-উল-ফিতর উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সাখাওয়াতের পরিবার তখন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর। সাখাওয়াতের পরিবারের এমন কষ্টে নীরব অংশীদার হওয়া ছাড়া আমাদের আর কীই-বা করার আছে। বুরো বাংলাদেশের একটি স্বাস্থ্য তহবিল আছে। হৃদ্‌রোগসহ সম্ভাব্য প্রায় সব জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য কর্মীদের এই তহবিল থেকে চিকিৎসা ব্যয় বহন করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাখাওয়াতের জন্য সেই সহযোগিতার সুযোগটুকুও আমরা পাইনি।

জেনেছি, এ ধরনের অসুস্থতার অতীত নজির না থাকায় সাখাওয়াত কিংবা ওর পরিবার কেউই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি, কিংবা থাকলেও সাখাওয়াত নিজেই হয়তো হালকাভাবে নিয়েছিল। কারণ আমার জানামতে হৃদ্‌রোগের লক্ষণ বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের ধারাবাহিকতা থাকে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুটা অবহেলাই ছিল সাখাওয়াতের। শুধু সাখাওয়াত কেন, তৃতীয় বিশ্বের অনেক মানুষই এখনো স্বাস্থ্যসচেতন হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার চর্চা আমাদের চারপাশের বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যেই গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে শুধু আর্থিক সংগতির বিষয়টিই নয়, মনস্তাত্ত্বিক অনীহাও প্রবলভাবে দায়ী। আমরা আসলে ভুলে যাই, নিজের সুস্থতার ওপরই আমাদের পরিবারের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

সাখাওয়াতের মতো একজন উদ্যমী মানুষের এভাবে চলে যাওয়া ওর পরিবারের জন্য তো বটেই, সংস্থার জন্যও এক অপূরণীয় ক্ষতি। মৃত্যুর ওপর আমাদের কারো নিয়ন্ত্রণ নেই ঠিকই, কিন্তু স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের কর্মীদের জীবনকে আরো একটু নিরাপদ করার প্রয়াস আমরা নিতেই পারি। আমি মনে করি, বুরো বাংলাদেশ-এর কর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আরো বেশি কিছু করার সুযোগ আমাদের রয়েছে। সাখাওয়াতের মৃত্যুর পর উপলব্ধি করছি, বুরো বাংলাদেশ-এর কর্মীদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার উদ্যোগ ও স্বাস্থ্য-জ্ঞান সম্পর্কিত নিয়মিত প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আশা করি, খুব দ্রুতই আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব। তবে ইতিমধ্যেই, জুলাই ২০১৯ থেকে কার্যকর হওয়া ৮ম পে স্কেলে বুরো বাংলাদেশের সকল কর্মীর জন্য বাধ্যতামূলক বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চল্লিশোর্ধ্ব নারী কর্মী এবং ৪২-উর্ধ্ব পুরুষ কর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিক খরচে প্রতিবছর একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পাবে। এই উদ্যোগের ফলে আমাদের কর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেকাংশে প্রশমিত হবে বলে মনে করি।

সাখাওয়াতের স্ত্রী, দুই সন্তান ও পরিবারের বাকি সবার প্রতি আমার সহমর্মীতা রইল। আমার বিশ্বাস, জীবদ্দশায় জনকল্যাণে নিয়োজিত সাখাওয়াতের মতো মানুষের জন্য পরকালে উত্তম স্থান রয়েছে।

- **নির্বাহী পরিচালক**, *বুরো বাংলাদেশ*

ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ভবিষ্যৎ

বিনিময়ের রূপান্তর সম্পর্কে আমরা অনেকেই হয়তো জানি, এর পরও ছোট করে যদি একটু বলা যায়, বিশ্বে প্রথম বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে লেনদেন চালু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ শতাব্দীতে। খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীতে আসে মূল্যবান দ্রব্যের মাধ্যমে লেনদেন, এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ শতাব্দীতে আসে সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জের মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন। তারও অনেক বছর পর প্রায় ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রচলন হয় কাগজের তৈরি টাকার। এই টাকার আধুনিক রূপান্তরই হলো ই-মানি বা ডিজিটাল টাকা। বলা হয়ে থাকে যে, ২০২০ সালের শেষ নাগাদ প্রায় ৫ বিলিয়ন মানুষ ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এবং ২০ বিলিয়ন ডিভাইস ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হবে। এদের সিংহভাগই প্রতিনিয়ত ডিজিটালি যোগাযোগ, ট্রেডিং ও লেনদেন করবে নিজেদের ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, যা একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ব্যবসায়িক গোলক তৈরি করবে, যেখানে ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। একটি অলাভজনক সেবাদানকারী সংস্থা হিসেবে আমাদের অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ী সদস্যদের সামনের এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের নিজেদের ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে মানিয়ে নিতে সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব।

বিশ্বব্যাংকের ২০১৭ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী এশিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী ব্যাংকিং সেবার সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত, যার পরিমাণ বাংলাদেশে প্রায় ৬৩%। অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১১ সালে যেখানে ১৬% বাংলাদেশি প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, তা ২০১৮ তে এসে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭%। এই পরিবর্তন আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অনেক বড় মাপের একটি অর্জন এবং ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস (ডিএফএস) এমন একটি সেবা, যার মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী যারা আর্থিক সেবা বা সুবিধাসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তাদেরকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। এই সার্বিক অর্জনের কারণ মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস এবং বিভিন্ন ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে স্বল্প খরচ ও সহজে লেনদেন করার সুবিধাসমূহ।

ব্যাংকের বাইরে আমরা যদি দেশের আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা কল্পনা করি, তাহলে সর্বপ্রথমেই আসে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কথা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিয়ে সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ ও নানাবিধ নিয়মকানুনের বাধ্যবাধকতার জন্য ব্যাংক তাদের আর্থিক সেবাসমূহ নিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে না। বলা হয়ে থাকে যে, একজন ব্যাংকের গ্রাহক ব্রাঞ্চে প্রবেশ করলেই ব্যাংকের গ্রাহকপ্রতি ১২৮ টাকা খরচ হয় সেখানে আমরা ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে মানুষকে তাদের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা প্রদান করে আসছি।

একই সঙ্গে বুরো বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদেরকেও এই রূপান্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুত করছে। World Payment Report-2018-এর করা রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য উপাত্ত আমাদেরকে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি ধারণা দেবে, যা থেকে আমরা বুঝতে পারব প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুরো বাংলাদেশকে ডিজিটাইজেশনের দিকে কেন অগ্রসর হওয়া উচিত।

১। বিশ্বব্যাপী নগদহীন লেনদেন ২০১৬ সাল থেকে বেড়েছে প্রায় ১০.১% এবং এর পরিমাণ প্রায় ৪৮২.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং এই প্রবৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে এশিয়ার উঠতি বাজার, যা প্রায় ২৫.২%।

২। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২১-এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী নগদহীন লেনদেনের পরিমাণের প্রবৃদ্ধি হবে বছরে ১২.৭% হারে, যার সর্বোচ্চ অবদান থাকবে এশিয়ার উঠতি বাজারের, প্রায় ২৮.৮% হারে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুরো বাংলাদেশকেও এই নগদহীন লেনদেনের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই লক্ষ্যেই বুরো বাংলাদেশ ২০১৫ সাল থেকে ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং অনেক অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে ক্রমানুসারে প্রস্তুত করছে ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস সকল সদস্যকে প্রদান করতে। একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করব :

আমরা সকলেই নকিয়া ফোনের নাম শুনেছি। একটা সময় ছিল যখন বাজারে ভালো ফোন মানেই ছিল নকিয়া ফোন। কিন্তু কালের বিবর্তনে নকিয়া তার জৌলুস হারিয়েছে। এখন স্যামসাঙ আর আইফোনের কাছে নকিয়া ফোন অনেকটা ম্রিয়মাণ। এর কারণ যখন ওপেন সোর্স অ্যান্ড্রয়েড নিয়ে সকল মোবাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গবেষণা শুরু করে তখন নকিয়া বাজারে সবার ওপরে রাজত্ব করছে। তারা অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে নিজেদেরকে তখন অন্তর্ভুক্ত করেনি, তারা প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদেরকে পরিবর্তন করেনি। কালের বিবর্তনে যখন অ্যান্ড্রয়েড মার্কেট লিডার তখন নকিয়া তাদের অবস্থান সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছে। নকিয়ার প্রধান নির্বাহী তখন বলেছিলেন "We did nothing wrong, but somehow we failed"।

সুতরাং, আমরা চাই বা না চাই পরিবর্তন আসবেই, এর সঙ্গে আমাদের তালে তাল মিলিয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখলেই কেবল আমরা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে পারব ও বেশিসংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারব।

- **বিজয় ভৌমিক**, *ফিল্ড ম্যানেজার, ডিজিটাল ফিনানসিয়াল সার্ভিসেস প্রকল্প*

বিশ্বব্যাপী নগদহীন লেনদেন ২০১৬ সাল থেকে বেড়েছে প্রায় ১০.১% এবং এর পরিমাণ প্রায় ৪৮২.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং এই প্রবৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে এশিয়ার উঠতি বাজার, যা প্রায় ২৫.২%

SMAP প্রকল্প

উপযোগিতা, কার্যকারিতা ও সফলতা

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তির মধ্যে কৃষি অন্যতম। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮ মতে, মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ ভাগ জোগান দিয়ে থাকে কৃষি। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে যেমন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্যনিরাপত্তায় এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নতুন নতুন বাড়ি ঘর, শিল্প কারখানা, রাস্তাঘাট তৈরির ফলে ক্রমান্বয়ে প্রতিবছর এক শতাংশ হারে কমছে কৃষিজমি। আবার জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাড়ছে নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাড়ছে লবণাক্ত এলাকা এবং কমছে কৃষি জমির উর্বরতা। এ সকল কারণে কৃষক প্রতিনিয়ত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ ছাড়াও অর্থাভাব, দারিদ্র্য, অপ্রতুল শিক্ষা ও অপর্যাপ্ত কৃষি কারিগরি জ্ঞান– এই সবই আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অন্যতম সমস্যা।

এ সকল সমস্যা কিছুটা লাঘবের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে স্বল্প সুদে এবং জামানতবিহীন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহায়তার পাশাপাশি কার্যকর কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে সামনে রেখে Japan International Cooperation Agency (JICA) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় SMAP প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সার্বিক উন্নয়নে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বুরো বাংলাদেশের মধ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৭৫.২৬ কোটি টাকার তহবিল প্রদানের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশ মাঠ পর্যায়ে SMAP-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ফসল, পশুপালন ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ৪১,৮৫৯ জন কৃষকের মাঝে মোট ৩২৪.২৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষিতে আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে উন্নত, আধুনিক ও লাগসই কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার আবশ্যক। তাই এই প্রকল্পের ঋণগ্রহীতা সদস্যদের ঋণের পাশাপাশি ফসল, পশুপালন ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তিবিষয়ক Technical Orientation ও মাঠ পর্যায়ে কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়। এ ছাড়াও সদস্যদেরকে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহযোগিতা করা হয়।

যে সকল সদস্য প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ অনুযায়ী ঋণের টাকা সময়মতো সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন তারা কৃষিক্ষেত্রে প্রায় ১৫% ফলন ও প্রাণিসম্পদে দুধ ও ডিমের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

চলতি বছরের মার্চ-মে পর্যন্ত JICA কর্তৃক নিয়োজিত একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SMAP প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন, উক্ত মূল্যায়ন কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত কিছু তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে এ প্রকল্পের সফলতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

'প্রকল্প শুরুর পর ২০১৬ সালের Baseline Survey অনুযায়ী SMAP প্রকল্পের সদস্য ও Non SMAP সদস্যদের ফসলের উৎপাদন তথ্য ও ২০১৯ সালে প্রকল্পের Midterm evaluation-এর তথ্য উপাত্ত অনুযায়ী SMAP সদস্য ও Non SMAP সদস্যদের ফসল উৎপাদনের বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) গড় ফলনের তুলনামূলক চিত্র' :

ফসলের নাম	Baseline Survey অনুযায়ী গড় ফলন (কেজি/বিঘা জমি)		Midterm evaluation অনুযায়ী ফসলের গড় ফলন (কেজি/বিঘা জমি)		ফলনের তারতম্য (পরিবর্তন) (কেজি/বিঘা জমি)	
	SMAP সদস্য	Non SMAP সদস্য	SMAP সদস্য	Non SMAP সদস্য	SMAP সদস্য	Non SMAP সদস্য
আউশ ধান	৪৮৭.২৮	৪৯৪.৯১	৫২০.৮৮	৪৭৮.৪৪	৩৩.৬০	-১৬.৪৭
আমন ধান	৪৯৭.৭২	৪৭৭.১০	৫৭৭.৯১	৪৯৬.৯২	৮০.২০	১৯.৮২
বোরো ধান	৭৬৪.৭৯	৬৯৮.৭৯	৮৮০.৯৯	৭২৫.০৩	১১৬.২০	২৬.২৪
সবজি ফসল	১৪৭৫.৬৩		১৭১২.৯৮		২৩৭.৩৫	

প্রাণিসম্পদে দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির চিত্র :

দুধ/ডিম	Baseline Survey অনুযায়ী গড় উৎপাদন (প্রতি সদস্য/বৎসর)		Midterm evaluation অনুযায়ী গড় উৎপাদন (প্রতি সদস্য/বৎসর)		উৎপাদন তারতম্য (পরিবর্তন) (প্রতি সদস্য/বৎসর)	
	SMAP সদস্য	Non SMAP সদস্য	SMAP সদস্য	Non SMAP সদস্য	SMAP সদস্য	Non SMAP সদস্য
দুধ উৎপাদন	১৭৭ লি:	২০৩ লি:	৪৪৫ লি:	৩৪৫ লি:	২৬৮ লি:	১৪২ লি:
ডিম উৎপাদন	২৮৮ টি	২৪৭ টি	৩৭৯ টি	২৫৬ টি	৯১ টি	০৯ টি

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও সময়মতো ঋণের সঠিক ব্যবহার করলে যে-কোনো সদস্য ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবারের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। JICA-এর Midterm evaluation report থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন তথ্য বিশ্লেষণ করলে সহজেই তা অনুমান করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী SMAP প্রকল্প তাদের একটি অন্যতম সফল প্রকল্প হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এই প্রকল্পের সফলতার কৃতিত্ব বুরো বাংলাদেশসহ অন্য সকল বাস্তবায়নকারী MFI-সমূহের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল বলেই মনে করে।

গুণগত কারিগরি সহায়তা সেবার (TSS) সম্প্রসারণসহ শস্য বহুমুখীকরণ ও কৃষক পর্যায়ে কৃষিপ্রযুক্তি-বিষয়ক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আয় ও উৎপাদন আরো বাড়ানো সম্ভব বলে দাতা সংস্থা জাইকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যাশা করে। দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে আমরাও তাদের পাশে থাকব, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

- **এ. বি. এম তাজুল ইসলাম**, *সহকারী কর্মকর্তা, কৃষি*

বাংলাদেশ ব্যাংক
জাইকা
বুরো বাংলাদেশ

২০১৮-১৯ অর্থবছর: ফসল, পশুপালন ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ৪১,৮৫৯ জন কৃষককে ৩২৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান

বর্ষবরণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৫৫ হাজার বর্গমাইলের একটি ছোট্ট বদ্বীপই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, বাংলাদেশ। নানা ধর্মের, নানা বর্ণের, নানা গোত্রের ১৭ কোটির মানুষের বসবাস এ ভূখণ্ডে। কিন্তু, সবাই একটি অভিন্ন সুতোয় বাঁধা, তা হলো আমাদের বাঙালি জাতিসত্তা। আর বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় উৎসব হলো বাংলা বর্ষবরণ। তাই, এদিন প্রতিটি বাঙালি প্রাণই মেতে ওঠে বর্ষবরণের আনন্দে। বুরো পরিবারের প্রধান কার্যালয়ের সদস্যরাও এক বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বর্ষবরণের আয়োজন করে ২রা বৈশাখ অপরাহ্নে।

পূর্বনির্ধারিত সময় বিকাল ৪টা বাজতেই অনুষ্ঠানস্থল সকলের উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকজন সহকর্মীর স্বেচ্ছাশ্রমে মোটামুটি সন্তর্পণেই হয়েছিল সাজসজ্জার আয়োজন, তাই অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করে এত সুন্দর সাজসজ্জা দেখে অনেকেরই চক্ষু ছানাবড়া! সাজানোর উপকরণগুলোতেও ছিল বাঙালিয়ানার ছাপ। মাটির কলসি, কুলা, মাথাল, ককশিট দিয়ে তৈরি প্যাঁচা, ইলিশ মাছ, গরুর গাড়ি, ঘুড়ি ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছিল, এমনকি দুই আঁটি পাটখড়ি পর্যন্ত জোগাড় করা হয়েছিল।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, অনুষ্ঠান শুরুর পালা। শুরুতেই নির্বাহী পরিচালক মহোদয় তার স্বভাবসুলভ সহজ-সরল ভঙ্গিমায় উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি বর্ষবরণের এই অনুষ্ঠান এখন থেকে প্রতিবছরই করার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় খুশিতে ফেটে পড়ে সবাই।

রিপোর্টিং অনুবিভাগের সৈয়দা সানজিদা আক্তার এবং এই লেখক ছিলাম অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়। রোমান্টিক দৃশ্যের মাধ্যমে আমাদের উপস্থাপনা উপস্থিত প্রত্যেকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

প্রথমেই সমবেত কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ' গান গাওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব। তারপর, দেশমাতৃকার অপার সৌন্দর্য বর্ণনা করে দলগতভাবে পরিবেশন করা হয় 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা' গানটি। এরপর বিভিন্ন বিভাগের সহকর্মীগণ একে একে কবিতা, গান, নাচ ও কৌতুক পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকেন।

প্রশাসন বলতে আমরা সবাই গুরুগম্ভীর কোনো ব্যাপার বুঝি, কিন্তু এই বিভাগের প্রধান শাহীনুর ইসলাম খান যখন হৃদয়ের সবটুকু দরদ

নিংড়ে দিয়ে গেয়ে উঠলেন 'আমি তো ভালা না, ভালা লইয়াই থাইকো' তখন সবাই ভ্রু কুচকে ভাবতে লাগলো, পাথরেও তাহলে ফুল ফোটে!

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শারমিন ইসলামের আবৃত্তি করা 'তেজ কবিতার সাজলি' ছিল আবহমান গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া শ্রেণির ওপর জোতদার শ্রেণির অন্যায়, অবহেলা, অত্যাচার, শোষণ আর নিপীড়নের প্রতিচ্ছবি। তার জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প শুনে সকলের চোখেই তখন অশ্রু চিকচিক করছে।

মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের আব্দুর রাজ্জাক মাঝেমধ্যে সহকর্মীদের দু-একটি কৌতুক শুনিয়ে নীরস কর্মঘণ্টাকে সরস করে তোলেন। কিন্তু, তার ঝুলি যে এত সমৃদ্ধ তা কারো ধারণাতেই ছিল না। তার কৌতুক বলার মধ্যে যে পেশাদারিত্বেরই ছাপ ছিল শুধু তা-ই নয়, বরং তা ছিল অভিনব। কৌতুকগুলো এমন ধারাবাহিকভাবে বললেন, যেন মনে হলো তিনি নিজের জীবনেরই কোনো গল্প বর্ণনা করছেন।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ঘ্রাণী গরেট্টি নকরেক তার গানের জন্য পর্যাপ্ত রিহার্সেল করার সুযোগ পায়নি বলে মঞ্চেই উঠতে চায়নি। কিন্তু, সে যখন সুরের তালে তালে গলা ছাড়ল 'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব তোমার সঙ্গে' তখন সকলের অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছিল যে, কারো মনই আর নিজের মধ্যে নেই, হারিয়ে গিয়েছে প্রেমময় কোনো আবেশে।

অর্থ ও হিসাব বিভাগের রিয়া স্কলাস্টিকা ম্রং তার মিষ্টি হাসি দিয়ে যখন গাইলেন 'বৈশাখের বিকেলবেলায়, তোমায় নিয়ে বকুলতলায়' তখন মনে হলো পুরো হলরুমটাই যেন সুরের ঝংকারে একসঙ্গে নেচে উঠেছে।

প্রশাসন বিভাগের মাহবুবুর রহমান সুমনের স্টেজ পারফরম্যান্স দেখে মনেই হয়নি যে সে নিপাট একজন চাকরিজীবী এবং গান গাওয়া তার স্রেফ শখ; বরং তার গায়কি ঢং বলে দিচ্ছিল পেশাদার কোনো এক গায়কই যেন দর্শক মাতাচ্ছেন। একে একে তিনি গাইলেন, 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম,' 'দিন যায়, কথা থাকে' ও 'ভালোবেসে যারা সুখ পেতে চায়'।

নাচ তো শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই শোভা পায়, যারা এতদিন তাই ভাবতেন, তাদেরকে বলছি, সদ্য কৈশোর পেরোনো খোশ মোহাম্মদ এর নৃত্য একবার দেখুন, এক মুহূর্তের জন্যও যে চোখ সরাতে পারবেন না সেটা বাজি ধরেই বলা যায়।

ঘ্রাণী গরেট্টি নকরেক ও রিয়া স্কলাস্টিকা ম্রং যখন 'ঝড়েরই ডানায় চড়ে এলো রে বৈশাখ'-এর সুরে দ্বৈতনৃত্য শুরু করলেন, তখন নাচের মুদ্রা, গানের কথা, বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার, বাঁশির সুর সব যেন মিলেমিশে একাকার।

এ ছাড়াও, নিরাপত্তা প্রহরী শহিদুল ইসলাম তার গানের সুরে সবার মন যখন 'রাঙ্গামাটির পাহাড়ে' নিয়ে গেল, তখন গানের সুরে একটি দৃশ্যই সবার মানসপটে ভেসে উঠল, চৈত্রের দুপুরে কোনো এক রাখাল বালক তার গরুগুলো মাঠে ছেড়ে দিয়ে বৃক্ষের ছায়াতলে বসে আপন মনে বাঁশি বাজাচ্ছে । আইটি বিভাগের আব্দুস সামাদ মনে করিয়ে দিল 'একটি বছর পরে আবার নতুন দিনের আগমন' ঘটেছে।

উদিত সূর্য অস্তাচলে চলে গেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো, একে একে সব আয়োজনও শেষ হয়ে গেল পরিচালক– অর্থ মোশাররফ হেসেনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণার মাধ্যমে।

মাত্র দু-ঘণ্টার এ আয়োজন শেষ হয়ে গেল বটে, কিন্তু এর আবেদন শেষ হয়ে যাবে না, বরং উপস্থিত সকলের মনে এর রেশ রয়ে যাবে বহুদিন, হয়তো মনের অজান্তেই কেউ গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠবেন, 'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব তোমার সঙ্গে'।

- **রাশেদ খান**
  উর্ধ্বতন নিরীক্ষক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, প্রধান কার্যালয়

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, অনুষ্ঠান শুরুর পালা। শুরুতেই নির্বাহী পরিচালক মহোদয় তার স্বভাবসুলভ সহজ-সরল ভঙ্গিমায় উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি বর্ষবরণের এই অনুষ্ঠান এখন থেকে প্রতিবছরই করার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণায় খুশিতে ফেটে পড়ে সবাই

খবরা খবর

বুরো প্রধান কার্যালয়ে Opportunity International এর প্রতিনিধিদল

গত ২৮ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ অস্ট্রেলিয়ার দাতা সংস্থা অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনালের ২ জন প্রতিনিধি এবং তাদের পার্টনার এনজিও ভারতের হিলিং ফিল্ডস ফাউন্ডেশনের ৩ জন প্রতিনিধি টাঙ্গাইল ও মধুপুর অঞ্চলে বুরো বাংলাদেশ-এর বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্তপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন। উল্লেখ্য যে, অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনাল ইতোমধ্যেই বুরো বাংলাদেশ-এর সঙ্গে মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

গভর্নিং বডির ১২৬তম সভা

গত ৩০শে মে ২০১৯ বুরো বাংলাদেশের গভর্নিং বডির ১২৬তম সভা প্রধান কার্যালয় কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্যগণ, নির্বাহী পরিচালকসহ সকল পরিচালক এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রধান উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার। সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল প্রস্তাবিত ৮ম বেতন স্কেল, ২০১৯ অনুমোদন, যা পহেলা জুলাই থেকে কার্যকরী হওয়ার কথা। এ ছাড়াও ছিল BURO International-এর প্রস্তুতিমূলক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা।

পদোন্নতি পেয়ে ফারমিনা হোসেন অতিরিক্ত পরিচালক-কর্মসূচি

উপপরিচালক– কর্মসূচি ফারমিনা হোসেন পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্তি পরিচালক– কর্মসূচি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি যথারীতি সংস্থার কর্মসূচি বিভাগের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। ফারমিনা হোসেন যুক্তরাজ্যের University of Birmingham থেকে International Development বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর ২০১৬ সালে Young Professional হিসেবে বুরো বাংলাদেশে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বর্তমানে Brac University-তে Operation Management and HR বিষয়ে EMBA অধ্যয়নরত। অভিনন্দন ফারমিনা হোসেন!

ওয়াটার ক্রেডিট টিমের ইন্দোনেশিয়ায় শিখন বিনিময় পরিদর্শন

বুরো বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দাতা সংস্থা Water.org-এর সহযোগিতায় ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। Water.org ইন্দোনেশিয়ায় ৭ থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে তাদের সহযোগী সংস্থার কর্মীদের জন্য একটি শিখন বিনিময় পরিদর্শনের আয়োজন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১৬ জনের একটি দল ইন্দোনেশিয়া সফর করে। উক্ত শিখন বিনিময় পরিদর্শনে বুরো বাংলাদেশের জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি, জনাব মো. হারুন অর রশীদ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, মধুপুর এবং জনাব এস জেড এম শাহরিয়ার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন। তারা সেখানে পানি ও পয়োনিষ্কাশন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের স্থাপনাসহ তাদের কার্যক্রমের ধরন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১ম দিন : সবার সঙ্গে পরিচিতি অনুষ্ঠানের পর জাকার্তায় অবস্থিত KBMI নামক প্রতিষ্ঠানে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন– ব্যবসায় পরিচালনা প্রশিক্ষণ, স্যানিটেশন ম্যাটেরিয়াল এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করা হয়।

২য় দিন : SOLO CITY-তে একটি জেলা ব্যাংক ইকক কারাংমালাং কার্যালয় এবং উক্ত ব্যাংকের আওতায় সামবিরেজা গ্রামের একটি CBO (Community Based Organization) পরিদর্শন করেন। উক্ত CBO ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে Pipeline with Overhead tank স্থাপন করে পানির চাহিদা পূরণ করছে।

৩য় দিন : বোয়োলালী শহরের জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত Water treatment plant ও সাপ্লাইকারী প্রকল্প PDAM পরিদর্শন করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বড় বড় পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পরিশোধনের পর ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে কমিউনিটিতে সরবরাহ করা হয়।

৪র্থ দিন : অংশগ্রহণকারীগণ ইয়োগীকার্তা শহরে 'বিনা আর্থা ভেঞ্চার' (BAV) নামক একটি MFI প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের মাধ্যমে খানা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করে থাকে। অবশেষে ১৪ই এপ্রিল টিম দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

নতুন শাখার উদ্বোধন

বিগত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক নতুন শাখা নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৪শে এপ্রিল বুরো বাংলাদেশের ঢাকা জোনের অন্তর্গত বনশ্রী শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বুরোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। আমরা বনশ্রী শাখাসহ সকল নতুন শাখার সাফল্য কামনা করি।

শুভ জন্মদিন

গত ১২ই জুন ছিল বুরো বাংলাদেশের পরিচালক– অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেনের জন্মদিন। দিনের শুরুতেই নির্বাহী পরিচালকসহ প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও কর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন। এরপর পরিচালক মহোদয় নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটেন। আমরা পরিচালক– অর্থ মহোদয়ের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ওয়াটার ক্রেডিট কর্মসূচির প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

গত ৯-১১ মে বুরো বাংলাদেশ মধুপুর মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে 'Training of Master trainers on safe Water, Sanitation & Hygiene' শীর্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বুরো বাংলাদেশ-এর ওয়াটার ক্রেডিট কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি-বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ বিভাগের ১০ জন প্রশিক্ষক এবং ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক বিশেষ কর্মসূচি জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং সংস্থার অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন water.org-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো: আবু আসলাম।

চেক হস্তান্তর

বুরো বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের কর্মী প্রয়াত এলাকা ব্যবস্থাপক সাখাওয়াত হোসেনের স্ত্রীর হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন পরিচালক– অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন। সঙ্গে ছিলেন পরিচালক– ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ বণিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রধান জনাব মুকিতুল ইসলাম। অর্থ পরিচালক মহোদয় বুরোতে ১৫ বছরের কর্মজীবনে সাখাওয়াত হোসেনের অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বিদেশে মতবিনিময় সভা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ক্যাম্পে অংশগ্রহণ

গত ২১ থেকে ২৯ জুন নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, পরিচালক অর্থ মোশাররফ হোসেন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রধান মুকিতুল ইসলাম মালয়েশিয়ায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের জন্য এয়ারকুলার প্রস্তুতকারী বহুজাতিক কোম্পানি প্যানাসনিকের কারখানা ও গবেষণাগার পরিদর্শন এবং কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় প্যানাসনিকের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন : ভূপেন্দ্র ভার্দওয়াজ, ডিজিএম, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, সাউথ এশিয়া; তাকাতো উসুয়ি, ম্যানেজার, গ্লোবাল মার্কেটিং সেন্টার এবং ফ্রেডিড চু কুকু হু, ম্যানেজার, গ্লোবাল মার্কেটিং সেন্টার।

পরিচালক অর্থ মোশাররফ হোসেন এবং উপপরিচালক কর্মসূচি ফারমিনা হোসেন গত ২৯ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত মাইক্রোফাইন্যান্স নেটওয়ার্কের ২৫তম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

উপপরিচালক কর্মসূচি ফারমিনা হোসেন ২৪-২৭ জুন যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে অনুষ্ঠিত দি মাইক্রোফাইন্যান্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত Advance Program on Financial Inclusion শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্রঋণ তথ্য-ব্যুরো বা সিআইবি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহকদের জন্য ঋণ তথ্য ব্যুরো বা সিআইবি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে এ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর কারিগরি সহযোগিতায় এমআরএ এবং ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বুরো বাংলাদেশও প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। ক্ষুদ্রঋণ তথ্য ব্যুরো বা সিআইবির কার্যক্রমের কারিগরি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৬ জনের এক প্রতিনিধিদল এপ্রিল মাসে ৫ দিনব্যাপী ভারত সফর করে। বুরো বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে মো. জাহাঙ্গির আলম, সহ. কর্মকর্তা আইটি উক্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন। মুম্বাই ও পুনেতে ক্ষুদ্রঋণ তথ্য ব্যুরো বা সিআইবি প্রতিষ্ঠান ক্রিফ হাই মার্ক ক্রেডিট ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিমিটেড পরিদর্শন করে তাদের কার্যক্রম এবং সকল কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান এইচডিএফসি ব্যাংক পরিদর্শন করেন এবং তাদের ক্ষুদ্রঋণ তথ্য ব্যুরোর কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ করেন। আশা করা যাচ্ছে, চলতি বছর পাইলট প্রকল্প হিসেবে সিআইবি চালু হবে।

গত ২৭ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় Regional Microfinance Bootcamp 2019। উক্ত ক্যাম্পে সংস্থার মানবসম্পদ উন্নয়ন সমন্বয়কারী জনাব আশরাফুল ইসলাম খানসহ তিনজন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক জনাব সাইদুর রহমান রিপন, জাফর আহমদ জুয়েল এবং মহসিন হোসাইন খান অংশগ্রহণ করেন।

শোক সংবাদ

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন

সহকারী কর্মকর্তা– কর্মসূচি, বগুড়া এলাকা, বগুড়া অঞ্চল। তিনি ৪ জুন ২০১৯ তারিখে স্ট্রোক করলে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রীসহ এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী, স্বল্পভাষী কিন্তু নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। সবার সাথে প্রাণবন্ত ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতেন। তার অকালমৃত্যুতে বুরোর কর্মীবৃন্দ অত্যন্ত মর্মাহত। বুরো পরিবার মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেনের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

মো. আমিরুল হোসেন

সহকারী কর্মকর্তা- কর্মসূচি, ফেনী এলাকা, নোয়াখালী অঞ্চল। ২ জুলাই ২০১৯ তারিখে দুপুরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ফেনীস্থ জেডইউ মডেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সকল প্রচেষ্টা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেল ৩.৪৫-এ তাকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রীসহ দুই পুত্রসন্তান রেখে গেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী ছিলেন। তার অকালমৃত্যুতে বুরোর প্রতিটি কর্মী মর্মাহত। বুরো পরিবার তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

মো. রফিকুল ইসলাম

শাখা হিসাবরক্ষক, আশ্রাফাবাদ শাখা, ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চল। গত ৪ জুন নিজ বাড়িতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ (স্ট্রোক) হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক ঢাকার গ্রীন লাইফ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তিনি ICU-তে চিকিৎসারত অবস্থায় ৭ জুন তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি সদ্য বিবাহিত ছিলেন। সংস্থায় তিনি সততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অকালমৃত্যুতে বুরোর প্রতিটি কর্মী মর্মাহত। বুরো পরিবার মো. রফিকুল ইসলাম-এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

মো. রেজাউল ইসলাম

শাখা হিসাবরক্ষক, জিনজিরা শাখা, সাভার অঞ্চল। স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাকে ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় ৪ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। রেজাউল ইসলাম স্ত্রীসহ ২ কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। তিনি নম্র, ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। সংস্থায় তিনি সততা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বুরোর কর্মীগণ তার অকাল মৃত্যুতে শোকার্ত। বুরো পরিবার মো. রেজাউল ইসলামের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

- **নিলুফুন নাহার চৌধুরী**, *কর্মকর্তা, এইচ আর এম*

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রত্যয়

এপ্রিল-জুন ২০১৯ • সংখ্যা-১৭ • বর্ষ-৫

ঈদ-উত্তর পুনর্মিলনী

ঈদ-উল-ফিতরের লম্বা ছুটির পর ৯ জুন প্রথম কার্যদিবসে প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদ পুনর্মিলনী। উৎসবমুখর পরিবেশে সম্মেলনকক্ষে সমবেত হয়ে সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দ শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলি করে একে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেন ঈদের আনন্দ। নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনসহ পরিচালক অর্থ–মোশাররফ হোসেন, পরিচালক বিশেষ কর্মসূচি– সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা– প্রাণেশ বণিক ও উপপরিচালক কর্মসূচি– ফারমিনা হোসেন অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হলে আরো গাঢ় হয়ে ওঠে এই বর্ণিল সমাবেশের রং। নির্বাহী পরিচালক তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং এমন হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে বুরো বাংলাদেশ আরো বহুদূর এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তার বক্তব্যের পর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী পরিচালকবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলি করেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর অনুষ্ঠিত হয় বিভাগভিত্তিক ও সম্মিলিত ফটোসেশন। প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত সবাইকে মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রশাসন বিভাগের প্রধান শাহিনুর ইসলাম খান ও অফিস ব্যবস্থাপক তোফায়েল আহমেদ তুষার।

খবরাখবর সংকলনে প্রাণেশ বণিক